PM holds All Party Meeting to discuss situation in India-China border areas

June 19, 2020

ভারত-চিন সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সর্বদলীয় বৈঠক

জুন 19, 2020

“আমাদের 20 জন বীর সৈনিক লাদাখে আত্মবলিদান দিয়েছেন সেইসঙ্গে যারা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি চোখ তুলে তাকাবার দুঃসাহস দেখিয়েছে তাদেরও উচিত শিক্ষা দিয়ে ছেনঃ” প্রধানমন্ত্রী

“না কেউ আমাদের ভূখন্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছে নাতো আমাদের কোনো সেনা চৈকি দখল হয়েছেঃ” প্রধানমন্ত্রী

“ভারত শান্তি ও সৌহার্দ চায়, কিন্ত সবার আগে সার্বভৌমত্যঃ”প্রধানমন্ত্রী

সকল রকমের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্য সেনাবাহিনীকে মুক্তহস্ত প্রদান করা হয়েছে”ঃ প্রধানমন্ত্রী

আমাদের সীমান্ত আরো সুরক্ষিত রাখার জন্য সীমান্ত এলাকায় সকল রকমের নির্মাণ কাজকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছেঃ প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় সুরক্ষা এবং পরিকাঠামো নির্মাণে সকল পদক্ষেপ দ্রুততার সাথে নেওয়া হবেঃপ্রধানমন্ত্রী

সকল রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ সকারের পাশে দাড়াবার অঙ্গীকার করেছে এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

ভারত-চিন সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি সর্বদলীয় বৈঠকের আহবান করেছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভাপতিরা সেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সৈন্য বাহিনীর শৌর্য

প্রধানমন্ত্রী রেখাপাত করে বলেছেন যে, আজ আমরা সকলে একসাথে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়েছি যারা আমাদের সীমান্ত পাহাড়া দিচ্ছেন এবং তাদের শৌর্য এবং বীর্যর উপরে আমাদের সকলের সম্পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।তিনি আরও বলেন যে সর্বদলীয় বৈঠকের মাধ্যমে তিনি শহীদদের পরিবারবর্গকে নিশ্চিত করতে চান যে সারা দেশ তাদের পাশে রয়েছে।

শুরুতে, প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দেন যে, না কেউ আমাদের ভুখন্ডে প্রবেশ করেছে, নাতো আমাদের কোনো সেনা চৌকি কেউ দখল করেছে।আমাদের 20 জন বীর যোদ্ধা লাদাখে চরম বলিদান দিয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে যারা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি চোখ তুলে চেয়েছে তাদেরও উচিত শিক্ষা দিয়েছে।দেশ আজীবন তাদের শৌর্য এবং বলিদানের কথা মনে রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন য, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর চিন যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার জন্য সারা দেশ আহত এবং ক্রুদ্ধ। তিনি নেতাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, আমাদের সেনারা দেশকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টার কোনো কসুর করেনি। তা সেটা সৈন্য বিস্তারেই হোক , প্রতি আক্রমণ হোক ,স্থল, জল ও অন্তরীক্ষে দেশকে রক্ষা করার সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জোরের সাথে বলেছেন যে, আমাদের দেশ বর্তমানে সক্ষমতার এমন জায়গায় রয়েছে যে, কারোর ক্ষমতা হবেনা আমাদের দেশের এক ইঞ্চি জমির দিকে চোখ তুলে তাকাতে। তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী একই সাথে সীমানা পেরোবারও ক্ষমতা রাখে। একদিকে যেমন সেনাবাহিনীকে মুক্তহস্ত প্রদান করা হয়েছে তেমনি অন্য দিকে চিনের সাথে কূটনীতিক স্তরের মাধ্যমে ভারত তার পরিষ্কার অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে।

সীমান্তে নির্মানের কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী রেখাপাত করে বলেছেন যে, ভারত সবসময় শান্তি এবং সৌহার্দ চায় কিন্তু সবার আগে সার্বভৌমত্য বজায় রাখতে চায়। আমাদের সীমান্ত এলাকার সুরক্ষকে নিশ্চিত করার জন্য সরকার সীমান্ত এলাকায় নির্মাণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে বলে প্রধানমন্ত্রী রেখাপাত করেছেন।যুদ্ধ বিমান, আধুনিক হেলিকপ্টার, মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং সেনাবাহিনীর জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।সাম্প্রতিক উন্নত পরিকাঠামো ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর চৌকিদারীর ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, এর অতিরিক্ত, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দেখভাল করতে এবং উন্নততর ভাবে প্রতিক্রিয়া করতে আমরা সক্ষম। এর আগে যাদের গতিবিধিতে কোনো বাধা দেওয়া হয়নি এখন সেটা বাধা দেওয়া হচ্ছে ফলত উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, উন্নত পরিকাঠামোর মাধ্যমে দূর্গম ভুখন্ডে সেনাবাহিনীর জন্য অত্যাবশ্যক জিনিসের জোগান সহজতর হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জোরের সাথে দেশের এবং জনগণের কল্যাণের জন্য দেশের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, তা সে বাণিজ্য হোক, বা যোগাযোগ অথবা সন্ত্রাস বিরোধী হোক, সরকার বরাবর বাইরের চাপের মুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি সুনিশ্চিত করেছেন যে, দেশের সুরক্ষার জন্য এবং প্রয়োজনীয় নির্মাণের জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং দ্রুততার সাথে সে কাজ এগিয়ে চলেছে। তিনি দেশের সীমান্ত রক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্ষমতার কথা পুনরায় আশ্বস্ত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাদের মুক্তহস্ত প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং বলেছেন যে, দেশ কোনদিন শহীদদের কথা ভুলবে না। বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শংকর সীমান্ত পরিচালনায় ভারত এবং চিনের মধ্যে চুক্তির একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছেন, 1999 সালে কেবিনেট অনুমোদিত চিহ্নিত সীমান্ত অঞ্চলে পরিকাঠামো বিকাশে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানে 2014 সালে প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশ সম্পর্কে অবগত করেছেন এবং

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য

রাজনৈতিকদলের নেতৃবৃন্দ লাদাখে সৈন্যবাহিনীর শৌর্য প্রদর্শনের জন্য তাদের অভিনন্দিত করেছেন।এই প্রয়োজনীয় সময়ে তারা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের উপরে বিশ্বাস রেখেছেন এবং একসাথে সরকারের পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকার করেছেন। পরিস্থিতিকে সামলাবার জন্য তারা তাদের ভাবনা – চিন্তারও বিনিময় করেছেন।

মমতা ব্যান্যার্জী বলেছেন যে তার দল সরকারের একতার পাশে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রী নীতিশ কুমার বলেছেন যে, দল এবং নেতাদের মধ্যে এমন কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয় যা একতাকে নষ্ট করতে পারে এবং যার সুযোগ বাইরের দেশ গ্রহণ করতে পারে। শ্রী চিরাগ পাসওয়ান বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ নিরাপদে রয়েছে। শ্রী উদ্ধব ঠাকরে প্রধানমন্ত্রীর উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সারা ভারত এক ও অখন্ড ।

শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী বলেছেন যে, নেতারা বিস্তারিত বিষয়ে এখনো অন্ধকারে রয়েছেন এবং গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারকে প্রশ্ন করেছেন। শ্রী শরদ পাওয়ার জোরারোপ করেছেন যে, সৈন্য বাহিনী অস্ত্র বহন করেছে কি করেনি সে সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি গ্রহণ করবে এবং দলগুলির এই ধরনের বিষয়ের সাথে জড়িত সংবেদনশীলতাগুলিকে সম্মান করা দরকার। শ্রী কনরাড সাংমা বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী উত্তরপূর্ব অঞ্চলে পরিকাঠামো নিয়ে কাজ করে চলেছেন এবং সেটা চালু থাকা আবশ্যিক। কুমারী মায়াবতী বলেছেন যে, এটা রাজনীতি করার সময় নয়, প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুননা কেন তিনি তারর পাশে রয়েছেন।সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যকে শ্রী স্ট্যালিন স্বাগত জানিয়েছেন।

বৈঠকে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং তাদের মতামত বিনিময় করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

নিউ দিল্লি
জুন 19,2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.